সবাই পাস, জিপিএ-৫ দেড় লক্ষাধিক

করোনা মহামারীর কারণে পরীক্ষা ছাড়াই অষ্টম শ্রেণির জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের ফলের ভিত্তিতে গতকাল এইচএসসি ও সমমান ২০২০-এর ফল প্রকাশ করেছে সরকার। ফলাফলে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ ছাত্র-ছাত্রী। এই জিপিএ-৫ প্রাপ্তি অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ফল প্রকাশ উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। পরীক্ষা না নিয়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে ফল প্রকাশের কারণে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকা ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭ জন ছাত্রছাত্রীর সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে।

ফলাফল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে- গত বছর ১৩ লাখ ৩৬ হাজার ৬২৯ এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৯ লাখ ৮৮ হাজার ১৭২ জন। শতকরা পাসের হার ছিল ৭৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪৭ হাজার ২৮৬ জন। শতকরা হিসাবে এটি ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এ বছর ১১ দশমিক ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর ফলাফলে জিপিএ-৫ এসেছে।

নয়টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে উত্তীর্ণ ১১ লাখ ৪৫ হাজার ৩২৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬১৪ জন। শতকরা ১৩ দশমিক ৪১ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ ৮৮ হাজার ৩০২ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৮ জন। শতকরা হিসাবে এটি ৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭৪৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৪৫ জন। শতকরা হিসাবে ৩ দশমিক ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

পাসে এগিয়ে ছাত্ররা : এ বছর ১১টি শিক্ষাবোর্ডে ছাত্র ছিল ৭ লাখ ৬ হাজার ৮৮৫ জন। ছাত্রী ছিল ৬ লাখ ৬০ হাজার ৪৯২ জন। সব পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ায় পাসের সংখ্যায় এগিয়ে আছেন ছেলেরা। তবে জিপিএ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন মেয়েরা। ৭৮ হাজার ৪৬৯ ছাত্র ও ৮৩ হাজার ৩৩৮ জন ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। বিদেশের আট কেন্দ্রে ২১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬২ জন।

এগিয়ে ঢাকা বোর্ড: বোর্ডভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে- ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থী বেশি থাকায় ফলের ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডে ৩ লাখ ২৬ হাজার ৪১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে এ বোর্ড। এ বোর্ডে ৫৭ হাজার ৯২৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহীতে ২৬ হাজার ৫৬৮, কুমিল্লায় ৯ হাজার ৩৬৪, যশোরে ১২ হাজার ৮৯২, চট্টগ্রামে ১২ হাজার ১৪৩, বরিশালে ৫ হাজার ৫৬৮, সিলেটে ৪ হাজার ২৪২, দিনাজপুরে ১৪ হাজার ৮৭১ এবং ময়মনসিংহ বোর্ডের ১০ হাজার ৪০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ে জিপিএ-৫ হারালেন ৩৯৬ শিক্ষার্থী: করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে পরীক্ষা না নিয়ে দুই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিকের ফল তৈরিতে ‘সাবজেক্ট ম্যাপিং’ করায় আগের দুই পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলেও এবার ৩৯৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাননি। এ ছাড়া জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পেলেও এবারের মূল্যায়নের ফলাফলে ১৭ হাজার ৪৩ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছেন। ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জানান, জেএসসি ও এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেলেও ২০১৭ সালে এইচএসসিতে ১৭ হাজার ৩৭১ জন, ২০১৮ সালে ৫২ হাজার ৬৩৪ জন এবং ২০১৯ সালে ৪৫ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাননি।

অপরদিকে জেএসসি-জেডিসি এবং এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ না পেলেও ২০১৭ সালে ৬ হাজার ৯৭৬ জন, ২০১৮ সালে ৪ হাজার ১৫৭ জন এবং ২০১৯ সালে ৮ হাজার ৫৭০ জন শিক্ষার্থী এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিল বলেও জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, জেএসসি ও সমমান এবং এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার গড় মানের ভিত্তিতে এইচএসসির ফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জেএসসি ও সমমানের ২৫ শতাংশ এবং এসএসসি ও সমমানের ৭৫ শতাংশ গড় নম্বর বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে এসএসসি ও সমমান এবং এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ফল প্রস্তুত করা হয়। ফল নির্ধারণের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আট সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরামর্শক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সাবজেক্ট ম্যাপিং করে ফল প্রকাশ করা হয়।

এ ছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রুপ/বিভাগ পরিবর্তনকারী পরীক্ষার্থী, বোর্ড পরিবর্তন পরীক্ষার্থী, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী, মানোন্নয়ন ও

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ফল পরামর্শক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে করা হয়। মন্ত্রী বলেন, এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা ফরম পূরণের সময় যে অর্থ জমা দিয়েছিলেন, পরীক্ষা না হওয়ায় তার কিছু অংশ ফেরত পাবেন তারা।

কলেজে ছিল না শিক্ষার্থীদের কোলাহল-উচ্ছ্বাস : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এইচএসসির ফলাফলেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল না কলেজগুলোতে। চিরচেনা কোলাহলও ছিল না কলেজের সামনে। করোনা পরিস্থিতিতে এবারের ফল অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জমায়েত না হওয়ার নির্দেশনা ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ওয়েবসাইট (www.educationboardresults.gov.bd) ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ফল পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ফল পাওয়া যাবে মোবাইলে এসএমএস করেও। এ জন্য HSC লিখে স্পেস দিয়ে শিক্ষা বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর দিয়ে স্পেস দিয়ে রোল লিখে স্পেস দিয়ে ২০২০ লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে।

ফলাফলের রিভিউ শুরু ৩১ জানুয়ারি: ঘোষিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলে যারা খুশি হতে পারেননি, তারা আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে ফল রিভিউয়ের আবেদন করতে পারবেন। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফলাফল রিভিউয়ের আবেদন করা যাবে জানিয়ে গতকাল নোটিস জারি করেছে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি। শুধু টেলিটকের প্রিপেইড মোবাইল থেকে ফল রিভিউয়ের আবেদন করা যাবে। ম্যানুয়ালি কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

রিভিউ আবেদন করতে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে জঊঠ লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। শিক্ষার্থী প্রতি আবেদন ফি ১২৫ টাকা। শিক্ষামন্ত্রী গতকাল ফলপ্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, যদি মূল্যবোধ তৈরি না হয়, তাহলে শুধু বেশি নম্বর পেয়ে কী হবে। মানবিক গুণে গুণান্বিত হও। চারপাশে তাকাও। মানুষকে ভালোবাস। নীতিনৈতিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠ। স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত হও। নিঃস্বার্থ চিত্তে মানব কল্যাণে নিবেদিত হও।

অভিভাবকদের বলেন, সন্তানদের অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবেন না। স্বার্থপর হিসেবে গড়ে তুলবেন না। দেশের কল্যাণে,

মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার শিক্ষা যদি আপনার সন্তান না পায়, মনে রাখবেন এ শিক্ষা অর্থবহ হবে না। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। যারা শিক্ষকতা পেশায় আছেন, তাদের দায়িত্ব অনেক অনেক বেশি। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে আপনারাই রাখতে পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেনসহ বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

ফেব্রুয়ারি পর্যবেক্ষণের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত: প্রধানমন্ত্রী

করোনাভাইরাস মহামারী কারণে গত বছরের মার্চ মাস থেকে বন্ধ রয়েছে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কবে থেকে এসব প্রতিষ্ঠান খোলা হবে তা নিয়ে অনিশ্চিয়তা এখনও কাটেনি। এমতাবস্থায় এ বিষয়ে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাস পর্যবেক্ষণের পর মার্চ-এপ্রিলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।
এ সময় গণভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল ঘোষণার উদ্বোধন করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ফেব্রুয়ারিতে করোনা পরিস্থিতি ভালো হলে মার্চ বা এপ্রিলে সীমিত পরিসরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হতে পারে। এছাড়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সবাইকে দ্রুত ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে বলেও জানান তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখায় অনেকেই সরকারের সমালোচনা করছেন। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি পরীক্ষা নেওয়ার ফলে কোনও শিক্ষার্থী যদি সংক্রমিত হয়, তার দায় কী সমালোচনাকারীরা নেবেন? নিশ্চয়ই নেবেন না। তখন তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। তারা শুধু অহেতুক সমালোচনাই করতে পারেন, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকর কোনও সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না।

অটোপাস দেওয়ার বিষয়েও ব্যাখ্যা দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অনেকে পরীক্ষা ছাড়া অটোপাস পদ্ধতি নিয়ে অনেকরকম কথা বলার চেষ্টা করছেন। শিক্ষার্থীদের জীবনের কথা ভেবেই এই পদ্ধতিতে ফল দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে তিক্ত বা বিরূপ মন্তব্য করা থেকে সমালোচনাকারীদের বিরত থাকতে অনুরোধ করেন তিনি।

জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ শিক্ষার্থী

এ বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ শিক্ষার্থী। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৪৭ হাজার ২৮৬। এ বছর জিপিএ-৫ এর শতকরা হার ১১.৮৩ ভাগ। গত বছর এ হার ছিল ৩.৫৪ ভাগ।

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ বছর শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭। পাশের হার শতভাগ।

গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও করোনাভাইরাসের মহামারীর কারণে তা আর নেওয়া যায়নি। সে কারণে অষ্টমের সমাপনী এবং এসএসসির ফলাফলের গড় করে ২০২০ সালের এইচএসসির ফল নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষা ছাড়া ফল প্রকাশের জন্য আইনও সংশোধন করতে হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দুদক কাণ্ডে নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৫ বছরের কারাদণ্ডাদেশ, বাতিল করলেন হাইকোর্ট

দুদক কাণ্ডে ভুল বিচারের মামলার রায়ে নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৫ বছরের জেল ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ বাতিল করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিশেষ আদালতের ওই রায় বাতিলের পাশাপাশি নিরপরাধ ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাও প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে এসএসসির সনদ জালিয়াতির মামলাটি নতুন করে তদন্তের জন্য দুদককে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ রায় দেন।
হাইকোর্ট বলেছে, ভুল তদন্তে দায়ী তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদককে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আর নিরপরাধ ব্যক্তি যদি দুদকে ক্ষতিপূরণের আবেদন দেন তাহলে সেটা যেন কমিশন বিবেচনা করেন সেটাই উচ্চ আদালতের প্রত্যাশা।

আদালতে দুদকের পক্ষে খুরশীদ আলম খান ও কামরুলের পক্ষে মিনহাজুল হক চৌধুরী শুনানি করেন।

প্রসঙ্গত, নোয়াখালীর পশ্চিম রাজারামপুরের বাসিন্দা কামরুল ইসলাম এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে সনদ জালিয়াতি করে ভর্তি হন মাইজদী কলেজে। এ ঘটনায় তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা দায়ের করেন পূর্ব রাজারামপুরের কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। পূর্ব-পশ্চিমের

ঠিকানার ভুলে সেই দুদক কাণ্ডের শুরু। যার কারণে প্রকৃত আসামি থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে।

পরে পশ্চিম রাজারামপুরের কামরুলের পরিবর্তে চার্জশিট দেওয়া হয় পূর্ব রাজারামপুরের কামরুলের বিরুদ্ধে। তদন্ত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে জারি করা হয় গ্রেফতারি পরোয়ানা। পরে পুলিশ পরোয়ানা তামিল আদেশ প্রতিপালন করতে গেলে তারা প্রকৃত আসামির পরিবর্তে নিরপরাধ ব্যক্তির বিষয়টি উদঘাটন করে আদালতে প্রতিবেদন দেয়।

কিন্তু বিচারের সময় সেটাও আমলে নেননি নোয়াখালীর বিশেষ আদালতের বিচারক। পরে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে পূর্ব রাজারামপুরের কামরুলকে ১৫ বছর জেল ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত। জারি করা হয় গ্রেফতারি পরোয়ানা। গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচতেই হাইকোর্টে রিট করেন কামরুল। ওই রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট এই রায় ঘোষণা করেন।

এমপি হিসেবে প্রথম টিকা নিলেন জুনাইদ আহমেদ পলক

সংসদ সদস্যদের (এমপি) মধ্যে প্রথম টিকা নিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই টিকা নেন।

টিকা নেওয়ার পর প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, টিকা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এসব গুজবকে ভুল প্রমাণ করে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রথম টিকা নিলাম। আমি ভালো আছি, কোন সমস্যা হচ্ছে না। আপনারাও টিকা নিন

যতটুকু পড়াতে পারবো, তার উপরেই এসএসসি ও এইসএসসি পরীক্ষা- শিক্ষামন্ত্রী

মেহেরপুর জেলা প্রসাশন কতৃক আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে “শতঘণ্টা মুজিবচর্চা” অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে সীমিত আকারে স্কুল খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এজন্য সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করা হয়েছে। এই সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস নেওয়া হবে। তবে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ৬০ ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ৮৪ কর্মদিবসের মধ্যে যতটুকু পড়াতে পারবো ততটুকুর উপরেই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় যুম প্লাটফর্মে “জ্ঞান ভিত্তিক বাংলাদেশ ও জাতির পিতা” শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে এক শিক্ষার্থীর প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী।

এছাড়াও তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নিয়ে যতগুলো সপ্ন ছিল, সব সপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। শিক্ষাকে হাতিয়ার করে বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা গরতে চেয়েছিলেন সেই সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রতি বছর প্রায় ৩৫ কোটির বেশি বই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। দারিদ্র্য যেন শিক্ষার বাঁধা না হয় সেজন্য তিনি উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। নারী ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন। সার্বজনীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করছেন।

জেলা প্রসাশক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শতঘণ্টা মুজিবচর্চা অনুষ্ঠানের মুখ্য উপদেষ্টাজন ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম-সম্পাদক ইব্রাহীম শাহীন প্রমুখ।

করোনাকালেও বেড়েছে বাংলাদেশের জিডিপি: জাতিসংঘ

২০২০ সালে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সমান্য হলেও বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বেড়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করা বিভাগ ইউনাইটেড ন্যাশনস ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্সের (ইউএন ডেসা) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়ে শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশের জিডিপি বাড়লেও ২০১৯ সালের তুলনায় তা অনেক কমেছে।

২০১৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল আট দশমিক চার শতাংশ। যেখানে ভারতের জিডিপি নয় দশমিক ছয় শতাংশ এবং পাকিস্তানের দুই দশমিক সাত শতাংশ কমেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে চার দশমিক তিন শতাংশ, ভারতের কমে হয়েছে পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ, পাকিস্তানের এক দশমিক দুই শতাংশ, ভূটানের শূন্য শতাংশ, নেপালের শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ।

জাতিসংঘের প্রতিবেদন বলছে, চলতি অর্থবছরে অনেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ঘুরে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে পাঁচ দশমিক এক

শতাংশ, ভারতের সাত শতাংশ, পাকিস্তানের শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ, ভূটানের তিন দশমিক পাঁচ শতাংশ, মালদ্বীপের নয় দশমিক নয় শতাংশ, আফগানিস্তানের চার দশমিক চার শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কার তিনি দশমিক এক শতাংশ। বিডি প্রতিদিন

সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার

বাজারে চাল, পেঁয়াজ ও আলুর মতো নিত্যপণ্যের দাম বাড়ার জন্য ব্যবসায়ীদের ‘সিন্ডিকেট’ এবং তা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)।

রাষ্ট্রীয় এই গবেষণা সংস্থাটির এক গবেষণা প্রতিবেদনে উৎপাদন তথ্যের অসামঞ্জস্যও মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার ফার্মগেইটে বিএআরসি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন বিএআরসির গবেষণা দলের সমন্বয়ক ও প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম।

চালের দাম বৃদ্ধির কারণ উপস্থাপন করেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের এসএসও আব্দুস সালাম, আলুর দাম বৃদ্ধির কারণ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক শেখ আব্দুস সবুর, পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণ উপস্থাপন করেন কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের প্রধান আব্দুর রশীদ।

গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সময় চাল, পেঁয়াজ ও আলুর বাজারে অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ার কারণ উদ্ঘাটনে বিএআরসি এই গবেষণা চালায়।
তাদের প্রতিবেদনে আলাদা করে চাল, পেঁয়াজ ও আলুর দাম বাড়ার কারণ এবং তা ঠেকাতে কিছু সুপারিশ রাখা হয়।

চালের দাম বৃদ্ধি সম্প্রতি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।চালের দাম বৃদ্ধি সম্প্রতি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চালের দাম বৃদ্ধির কারণ

>> প্রায় সকল কৃষকই ধান কর্তনের প্রথম মাসের মধ্যে বাজারজাতযোগ্য উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ বিক্রি করে দেন। কিন্তু গত বোরো মৌসুমে ধান বিক্রির ধরনটি পরিবর্তিত হয়েছে। এ মৌসুমে কৃষকরা তাদের ধান মজুদ থেকে ধীরে ধীরে বিক্রি করেছেন।
>> সরকার কর্তৃক কম চাল সংগ্রহ ও যথাসময়ে আমদানির ব্যর্থতা এবং প্রয়োজনীয় বাজার হস্তক্ষেপের অভাব মূল্য বৃদ্ধির কারণ ছিল। ধানের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণ
>> বড় মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের আধিপত্য ও অসম প্রতিযোগিতা।
>> আমন মৌসুমে ধান উৎপাদনে ঘাটতির আশঙ্কা।
>> ধান চাষের ব্যয় ও প্রক্রিয়াজাতকরণের খরচ বৃদ্ধি।
>> ক্রমবর্ধমান মৌসুমী ব্যবসায়ী বৃদ্ধি।
>> প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উৎপাদন হ্রাস।

আলুর মূল্য বৃদ্ধির কারণ

>> ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির আশায় কৃষক ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে আলুর মজুদ ও হিমাগার থেকে আলুর কম সরবরাহ।
>> হিমাগারে মজুদকৃত আলুর পুনঃপুনঃ হস্তান্তর।
>> পাশের কয়েকটি দেশে আলু রপ্তানি।
>> মৌসুমী ব্যবসায়ী কর্তৃক আলুর বিপুল মজুদ ও কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি।
>> আলুর বাজারে সরকারের সীমিত নিয়ন্ত্রণ ও বাজারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্যের অভাব।
>> বর্ষার মৌসুমের ব্যাপ্তি দীর্ঘতর হওয়ায় সবজির উৎপাদন হ্রাস ও আলুর চাহিদা বৃদ্ধি।

চালের দাম কেন এত বাড়বে: কৃষিমন্ত্রী

‘কারসাজিতে’ চালের দাম বৃদ্ধি: কৃষিমন্ত্রী
ঢাকার কারওয়ান বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনছে মানুষ।ঢাকার কারওয়ান বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনছে মানুষ।
পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণ
>> দেশীয় অসাধু বাণিজ্য সিন্ডিকেট দ্বারা বাজারে কারসাজি।
>> ভারতীয় রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা অথবা অতিমাত্রায় ভারতের উপর

পেঁয়াজে আমদানির জন্য নির্ভরতা।
>> আমদানির জন্য পেঁয়াজের বিকল্প উৎসের সন্ধানে দ্রুত কার্যক্রমের অভাব।
>> গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও মুড়িকাটা পেঁয়াজের সীমিত উৎপাদন।

ধান-চাল নিয়ে সুপারিশ

>> ধান-চাল সংগ্রহ পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা, কৃষকের কাছ থেকে সরাসরিভাবে ধান সংগ্রহ করা ও মিলারদের মাধ্যমে তা চালে পরিণত করা।
>> চিকন ও মোটা দানার চালের জন্য সরকারের পৃথক ন্যূনতম সহায়তা মূল্য (এসএমপি) ঘোষণা করা।
>> ন্যূনতম ২৫ লাখ টন চাল সংগ্রহ করা এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ সংগ্রহ করার সক্ষমতা অর্জন করা যাতে করে সরকার বাজারে কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে।
>> বাফার স্টক হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রতি মাসে কমপক্ষে ১২ দশমিক ৫০ লাখ টন চাল মজুদ নিশ্চিৎ করা।
>> উৎপাদন ব্যয়ের উপর কমপক্ষে ২০ শতাংশ মুনাফা বিবেচনা করে ধান-চালের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা।

আলু নিয়ে সুপারিশ

>> কৃষি মূল্য কমিশন স্থাপন ও পরে সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন সাপোর্ট মূল্যের ঘোষণা প্রদান।
>> উৎপাদন, চাহিদা ও সরবরাহ ও দামের তথ্যাবলীতে অস্পষ্টতা অপসারণ ।
>> হিমাগারে আলুর সংরক্ষণ ও অবমুক্তকরণ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির মধ্যে রাখা।
>> আলুর বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টিকারীদের সনাক্তকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
>> আলু ও আলু দ্বারা তৈরি বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
>> বিদেশে চাহিদাকৃত আলুর জাতের উন্নয়ন ও যেসব আলু প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হয় সেসব আলুর জাত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

পেঁয়াজ নিয়ে সুপারিশ

>> অসাধু বাণিজ্য সিন্ডিকেট সনাক্তকরণ করে তাদের বিচারের

মুখোমুখি করা।
>> সঙ্কটকালীন সময়ে পেঁয়াজ আমদানির জন্য দ্রুত একাধিক রপ্তানিকারক দেশের সন্ধান করা।
>> অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করা।
>> কৃষি মূল্য কমিশন গঠনের মাধ্যমে সারা বছর বাজারে পেঁয়াজের দাম নির্ধারণ ও তদারকি করা।
>> বাজারে পেঁয়াজের দাম হঠাৎ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ও মজুদের অগ্রিম ব্যবস্থাপনা করা।
বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকও ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী যা বললেন

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে চালের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, “গত বছর বোরোর সময়ে ৩৬ টাকা দরে চাল কিনতে চেয়েছিলাম। বাজারে দাম বেশি ছিল। মূলত আগের আমনে গরিব চাষিদের কাছ থেকে ৬ লাখ টন আমন কেনা হয়েছিল। এবার এক টনও কিনতে পারিনি। ৩৬ টাকা দামে কোনো চাষি আমন দেয়নি।
“এবার আমাদের আমনের দাম ছিল ১ হাজার ৪০ টাকা মণপ্রতি। কিন্তু ময়েশ্চারের ঝামেলা এড়াতে চাষিরা ভালো দামে বাজারে চাল বিক্রি করে দিয়েছে।”
মিলার ও পাইকাররা বাজার পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে বলে স্বীকার করেন খাদ্যমন্ত্রী।

“সরকারের কাছে পর্যাপ্ত চাল না থাকায় মিলাররা সুযোগ নিয়েছে। বাজার তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। আমরা চিন্তা করছি, আগামী বোরোতে সংগ্রহ বাড়াব। সরকারের গুদামে চাল না থাকলে কোনোভাবেই দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।”

আমদানি উন্মুক্ত করে এর সমাধানের পথ খোঁজার কথা বলেছেন রাজ্জাক।

তিনি বলেন, “চাল আমদানির উপর ট্যাক্স কমিয়ে ২৫ শতাংশ করেছে। কিন্তু আমদানিকারকরা বলছে, আমদানিতে এ ট্যাক্সে যে দাম পড়ে, সে দামে বাজার দরের সাথে বিক্রি করলে তাদের পোষাবে না। তারা ১০ শতাংশ করার দাবি জানাচ্ছে।”

ধান উৎপাদনে নতুন জাত নিয়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে মাঠে যাওয়ার

কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, “প্রতি বছর ২০ থেকে ২৪ লাখ নতুন মুখ আসছে। কিন্তু জমির পরিমাণ কমছে ক্রমশ। সব ফসলই তো ধানি জমিতে জায়গা করে নিচ্ছে। এর মধ্যে ধানের উৎপাদন বাড়াতে হবে। চেষ্টা করছি উৎপাদন বাড়াতে। বর্তমানে ব্রি-২৭ ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। বিনা-১৬ ভালো একটা ভ্যারাইটি। বিনা-১৬ ধানটিকে ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত মাঠে নিয়ে যেতে হবে।”

আলু ও পেঁয়াজের সঙ্কট নিয়েও কৃষিমন্ত্রী জানান নানা সঙ্কটের কথা।

আলু নিয়ে তিনি বলেন, “আলু উৎপাদন কম হয়েছে। চাপ পড়েছে করোনাকালে ত্রাণে আলু বিতরণ ব্যাপকভাবে করায়। তাছাড়া টিসিবির স্টোরেজেও আলু রাখার জায়গা নাই। গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ লাখ টন আলু এবার উৎপাদন কম হয়েছে।”

পেঁয়াজ নিয়ে রাজ্জাক বলেন, “পেঁয়াজের নতুন জাত বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করলেও পর্যাপ্ত বীজ পাওয়া যাচ্ছে না। সামার অনিয়নের জাত আসলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ উঁচু জমি নাই।”
গত ২০ অক্টোবর কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পগুলোর সেপ্টেম্বর-২০২০ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এই গবেষণা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়।

ওই সভায় বলা হয়েছিল, মাঠ পর্যায়ের কৃষক, মিল মালিক, কোল্ড স্টোরেজ মালিক ও স্থানীয় ভোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিএআরসির নেতৃত্বে অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কৃষি অর্থনীতিবিদরা প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করবে এবং এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন নভেম্বর মাসেই জমা দেবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় চাল, আলু ও পেঁয়াজ ইত্যাদির দাম বৃদ্ধির কারণ উদঘাটনের জন্য বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের নিয়ে গত বছরের ১২ নভেম্বর বিএআরসি কাউন্সিল মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি ‘স্টাডি টিম’ গঠন করা হয়।

গবেষণা কাজটি মূলত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউর (কেআইআই) মাধ্যমে প্রাথমিক ও বিভিন্ন উৎস থেকে মাধ্যমিক তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

ধান-চাল বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে নওগাঁ, শেরপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলা; আলুর ক্ষেত্রে মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর ও ঢাকা জেলা এবং পেঁয়াজের ক্ষেত্রে ফরিদপুর, পাবনা, নাটোর ও ঢাকা জেলা নির্বাচন করা হয়।

গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর কাউন্সিলে আয়োজিত এক কর্মশালায় স্বতন্ত্র তিনটি খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন হতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত হল।